ভূগোল ও নারী : একটি পর্যালোচনা

শ্বেতা সিনহা

স্বাধীন গবেষক ভূগোল এবং ফ্রিল্যান্স লেখক

ডঃ কথাকলি বন্দোপাধ্যায়

সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ, সুবর্ণরেখা মহাবিদ্যালয়, ঝাড়গ্রাম

পৃথিবী বহু সমাজে যেমন আর্থিক বৈষম্য বা অসাম্য রয়েছে, তেমনি রয়েছে বেশ কিছু সামাজিক বৈষম্য। ১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকে এবং ১৯৭০-এর দশকে গোড়ার বা মাঝামাঝি সময় সামাজে নারী-পুরুষ বৈষম্য বা অসাম্যের মত সামাজিক বৈষম্য নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে ভূগোলের নারীবাদে। মার্কসীয় ভূগোল একটি মূলাভিমুখী ভূগোল এবং ব্যাপক অর্থে গঠনবাদী ভূগোল। কিন্তু মূলাভিমুখী বা গঠনবাদী ভূগোল মাত্রেই মার্কসীয় ভূগোল নয়। ধনতন্ত্র যেমন একটি গঠন, তেমনি পুরুষতন্ত্র বা পিতৃতন্ত্র একটি গঠন। পুরুষতন্ত্র নামক গঠন থেকেই নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্যের উদ্ভব। সুতরাং, পুরুষতন্ত্র অথবা পিতৃতান্ত্রিক গঠনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির থেকেই উদ্ভব হয়েছে নারীবাদী ভূগোল-যার দর্শন হল নারীবাদ। নারীবাদ হল নারী-পুরুষের সাম্য-এর সমান অধিকারের দর্শন। নারীবাদী ভূগোল হল মানব ভূগোল অধ্যয়নের একটি পদ্ধতি এবং সমালোচনা প্রয়োগ।

নারীবাদ সামাজিক তত্ত্ব, রাজনৈতিক আন্দোলন এবং নৈতিক দর্শনের একটি বিচিত্র সংগ্রহ, যা মূলত নারীদের অভিজ্ঞতার দ্বারা অনুপ্রাণিত। স্বাভাবিকভাবে বলা যায়, নারীবাদী ভূগোল প্রধানত সামাজিক ন্যায় ও মানবাধিকার প্রশ্নের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সকল প্রকার বিষয়ে আলোচনা করার উপর জোর দেয়। ওয়েবস্টারের অভিধান মতে, নারীবাদ হল বিভিন্ন লিঙ্গের (নারী-পুরুষ) রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতার তত্ত্ব। নারীবাদী ভূগোল-এর একজন প্রধান পথিকৃৎ হলেন মাকসীয় ভূগোলবিদ ডোরিন ম্যাসি। ১৯৮৪ সালে লিন্ডা ম্যাকডাওয়েল-এর সাথে তিনি ‘A Women’s Place?’ শিরোনামের একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯৮৯ সালে তাঁর লেখা ‘Women, gender and the organisation of space’ নামের বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে নারীবাদের প্রচারে মুখ্য ভূমিকা নেন। নারীবাদ মূলত একটি পাশ্চাত্য ধারণা। মানব ইতিহাসে নারীর অস্তিত্ব পুরুষ বিন্দুর মাধ্যমে পরিলক্ষিত হয়। যার ফলে নারীকে সর্বদা গৌণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সমাজে পরিচালিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে নারীর অধিকার আদায়ের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নারীবাদের অস্তিত্ব আসে। নারীদের বিভিন্ন উপায়ে উপেক্ষা করা, ভুলভাবে উপস্থাপন করা এবং শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে দুর্ব্যবহার করা হয়। এই বিষয়টি যখন প্রকাশ্যে আসে তখন সেটি চ্যালেঞ্জ এবং তা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছে। এই প্রকল্পটি শৃঙ্খলার মধ্যে সমস্ত স্তরে লিঙ্গসমতা সুরক্ষিত করার জন্য উন্নয়নশীল কৌশলগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এটি ভূগোল নামক জ্ঞানের অংশের সমালোচনা করতে বাধ্য করেছে। এটি একটি নতুন ধরনের ভূগোল তৈরি করার প্রচেষ্টাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সমাজে নারীদের গৌণ মর্যদা দেওয়া হয় যেমন পুরুষ ও নারীর অধিকারের মধ্যে বৈষম্য, যৌন নিপীড়ন,

Society Language and Culture

আচরণের উপর আরোপিত বিধিনিষেধ, বিচ্ছেদ ইত্যাদি। পুরুষরা সবসময়ই নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের উপর বিধিনিষেধ রাখে। ১৯ শতকে ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার মহিলারা তাদের ভোটাধিকারের জন্য একটি আন্দোলন শুরু করেছিলেন। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত আন্দোলনের চিহ্ন ছিল না। যার ফলে নারীবাদী ধারণার তৎপরতা ঘটে না। কিন্তু পরে এটি তার গতি নিতে শুরু করে।

বর্তমান সমাজে ক্ষমতা নারীর ও পুরুষের মধ্যে একান্ত অসমানভাবে বণ্টিত। নারীবাদীরা চেষ্টা করেন ক্ষমতা এই অসম বন্টনকে বদলাতে এবং নারীদের হাতে আরও বেশি ক্ষমতা দিতে সমাজকে এক ও অভিন্ন হিসাবে না দেখে নারীবাদীরা নারী ও পুরুষের স্বার্থকে পৃথক করে দেখেন। সমস্ত পৃথিবীতে ক্রমশ এই দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব বাড়ছে। কিন্তু তারপরে নারীবাদী ভূগোলের প্রধান আলোচ্য বিষয় হয় বিশেষ বিশেষ স্থানে লিঙ্গ বিভেদের সামাজিক উৎপত্তির প্রসঙ্গ যা নারীবাদী ভূগোলকে অনুসন্ধানের এক বৃহত্তর ক্ষেত্রে উপস্থাপনা করেন। এই অনুসন্ধানের তিনটি ধারাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায়ঃ -

ক) নারীদের স্থান অথবা স্থানগত মতভেদ যা নারীদের উপর পুরুষদের অমানবিকতাকে বোঝায়।
খ) লিঙ্গ এবং স্থান
গ) পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা।

নারীবাদী ভূগোল প্রধানত সামাজিক ন্যায় এবং মানবাধিকার এর সঙ্গে বিশেষভাবে সম্বন্ধিত। কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক অ্যালিসন জ্যাগার চার ধরনের নারীবাদের ধারণা দিয়েছিলেন।

উদার নারীবাদঃ মানুষ যুক্তিবাদী চিন্তা-ভাবনা করায়, যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাখে এবং সেই ক্ষমতা পুরুষ ও মহিলাদের জন্য সমান। মহিলাদের জন্য বিশেষ কোনও সুযোগ সুবিধা, নৈতিক, মানবিক বা আবেগগত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে দাবি করা হয় না, তবে সবার জন্য অথবা নারী-পুরুষ উভয়ের সমান অধিকার এবং সুযোগের জন্য যুক্তি দেয়।

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদঃ ঐতিহাসিক যুগ বা সময় থেকে সমাজতান্ত্রিক কাজকর্মের মধ্যে রয়েছে লিঙ্গ, জাতি, শ্রেণী এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পার্থক্য। পুরুষ এবং মহিলাদের শারীরিক এবং মানসিক পার্থক্য শ্রমের যৌন বিভাজন দ্বারা নির্ধারিত করা হয়।

মার্কসবাদী নারীবাদঃ সচেতন, শারীরিক শ্রম দ্বারা চাহিদা পূরণ করা মানুষকেই জীবন্ত প্রাণী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এটি মার্কসবাদী নারীবাদের ধারণা। সমাজে বা পরিবারের মূলত মহিলাদের সামাজিক প্রক্রিয়া এবং কাঠামো অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে বিশ্বাস করা হয়।

উগ্র নারীবাদঃ ১৯৬০-এর দশকে লিঙ্গের মধ্যে সামাজিক ও মানসিকপার্থক্য দূর করার লক্ষ্যে নারীদের অসমতা, নিপীড়ন এবং হয়রানির বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য বিশ্বব্যাপী আন্দোলন (নারী মুক্তি আন্দোলন) সংগঠিত হয়েছিল। সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া নারীদের জীবনকে কিভাবে পরিচালিত করে অথবা কষ্ট, ভোগান্তি, অত্যাচারের দিকে নিয়ে যায় তা ব্যাখ্যা করার জন্য তিনটি তত্ত্ব-এর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রস্তাবগুলি হলঃ

Society Language and Culture

ক) জৈবিক তত্ত্ব

খ) প্রকৃতিবাদী তত্ত্ব

গ) কাঠামোগত তত্ত্ব

ভূগোল ও নারীবাদের তিনটি মিলিত বা সাধারণ বিষয় খুঁজে পাওয়া যায়। সেইগুলি হলঃ

ক) প্রাত্যহিকতার মধ্যে তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া

খ) প্রাসঙ্গিকতার গুরুত্ব অনুধাবন করা

গ) পার্থক্যগুলি বোঝা

ক) প্রাত্যহিকতার মধ্যে তাৎপর্যঃ ভূগোলের মূল লক্ষ্য দেশ-স্থান-অবস্থান অর্থাৎ এই বাস্তব জগৎকে নিয়ে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে ব্যাখ্যা খুঁজে বার করার চেষ্টা শুধুমাত্র ভূগোলের নয়, নারীবাদেরও তাতে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা থাকে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা হয়। শুধু তাই নয়, ছোট-বড় বিষয়গুলির পারস্পরিক বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। ভূগোল ও নারীবাদ তত্ত্ব প্রাত্যহিকতার বিষয়ের দিকটি সর্বদা প্রকৃত পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার দিকে মনোযোগী।

খ) প্রাসঙ্গিকতাঃ অবস্থান, পারিপার্শ্বিক প্রভৃতি বিচার করে নারীবাদ। পৃথিবীর অবস্থান, বিভিন্ন মানুষজনের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে গুরুত্বপূর্ণ কোনটি সেই বিষয়ে নজর দেওয়া অত্যন্ত দরকার। জ্ঞান নির্ভর করে বিশ্বাস ও মূল্যবোধের উপর। আর এইগুলি তৈরি করা হয় সামাজিক বিচারব্যবস্থার উপর। নারীবাদীরা ও ভৌগোলিকরা পৃথক পৃথকভাবে এই প্রাসঙ্গিকতার কথা ভেবেছেন। এই প্রাসঙ্গিকতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্কেল বা মানচিত্রে বিভিন্ন এলাকার কথা এবং অন্য এলাকাগুলির সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ও যোগসূত্র এক পারিপার্শ্বিক মিল বা প্রভাব খুব বেশি পরিমাণে দেখা যায়।

গ) পার্থক্য নিরুপণঃ ভূগোল ও নারীবাদ দু'টি বিষয়েই প্রাসঙ্গিকতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে পার্থক্যের বিষয়টি। নারীবাদী তত্ত্বগুলির প্রতিষ্ঠাতার সময়ে কখনও দেখা যায়নি ভৌগোলিক অবস্থান, যোগসূত্র, স্থানিকতাগুলি নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি বা বিলুপ্তিতে ভূমিকা পালন করে। নারীবাদের তত্ত্বগুলি নিয়ে আলোচনা করলেই দেখা যায় নারী-পুরুষের দ্বৈত বিভাজন থেকে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন সাম্প্রতিক বা আধুনিক যুগের নারীবাদী গবেষকরা।

ভূগোল ও নারীবাদ পপরস্পরকে প্রভাবিত করেছেঃ পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে যেখানে নারীবাদীরা সোচ্চার, সেসব দেশে ইতিমধ্যেই ভূগোল ও নারীবাদের মধ্যে মিলন ঘটা শুরু হয়ে গেছে। ১৯৭০ সালে অ্যাপলইয়ড দেখিয়েছিলেন যে, একটি ভৌগোলিক বিষয় সম্পর্কে নারী ও পুরুষের বেদনা ও ধারণা কেমন আলাদাভাবে গড়ে ওঠে তার ফলাফলস্বরূপ এই সামাজিক অবস্থানের তারতম্যে।

Society Language and Culture

একদিকে নারীবাদী ভূগোল প্রত্যক্ষবাদী দর্শনে ব্যবহার করেছে মহিলা-পুরুষের গঠনগত ও জৈবিক পার্থক্য তুলে ধরেছে। পরবর্তীকালে নারীবাদী ভূগোল গবেষণার ক্ষেত্রে তাকে অন্তর্গত করা হয়েছে। এভাবে পুরুষের বদলে নারীকে সমীক্ষা করে মৌলিক দর্শনকে না বদলে বেশ কিছু ছবি আমাদের চোখে উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরা যায়। যেমন, শহর ও গ্রামের মহিলাদের জীবনযাত্রার ধরণ, অর্থনৈতিক কাজকর্মের গুরুত্ব, বিভিন্ন অঞ্চলে নারীদের শিল্পকর্ম বিশেষত কুটির শিল্পে অংশগ্রহণের তারতম্য দেখা যায়।

অন্যরকম প্রতিক্রিয়া হিসাবে নারীদের সামাজিক ভূমিকা, পরিবেশগত অভিজ্ঞতা, উৎপাদন ও বংশবৃদ্ধির পার্থক্যীকরণের দৈশিক প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ে নজর দেওয়া হয়। এছাড়াও চিরাচরিত গবেষণার পদ্ধতির বদলে উন্নত, নতুন পরিকাঠামোযুক্ত পদ্ধতি, যেমন

ক) গুণগত পদ্ধতি

খ) সাক্ষাৎকার পদ্ধতি

গ) বর্ণনামূলক পদ্ধতি

আধুনিককালে সমাজ, পরিবেশ, অর্থনীতি সংক্রান্ত বিষয়গুলি বেশি পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছে নারীবাদ দ্বারা। ভৌগোলিকদের গবেষণাতেও নারীবাদের তত্ত্বগুলির প্রভাব অনস্বীকার্য। প্রাত্যহিকতা, প্রাসঙ্গিকতা ও পার্থক্যের গবেষণায় নারী-পুরুষের ভিন্নতার দিকটিতে আলোকপাত হয়েছে। ভৌগোলিকরা বহুদিন ধরে নারী-পুরুষের ভিন্নতাকে জীবনের এক অংশ বলে দেখিয়েছেন, যা সৃষ্টি হচ্ছে বিভিন্ন দেশ ও কালের দৈনন্দিন আদান-প্রদানের মাধ্যমে।

বর্তমানে ভূগোলের পঠনপাঠন ও গবেষণায় মানুষের লিঙ্গ বৈষম্যের উপর ক্রমশ গুরুত্ব বা নজর দেওয়া দরকার। যেহেতু নারীবাদী ভূগোল প্রধানত সামাজিক ন্যায় এবং মানবাধিকারের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্বন্ধিত তাই ভিন্ন ভিন্ন সমাজে নারী-পুরুষ বৈশিষ্ট্য সেই সব সমাজে মানবজীবনের বৈশিষ্ট্যের রূপায়ণে গুরুত্বপূর্ণ। ধীরে ধীরে জ্ঞানতত্ত্ব গবেষণার পদ্ধতি এবং স্থান-অবস্থানের ভিত্তিতে প্রকৃতির বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আগ্রহকে স্থানান্তরিত লক্ষ্য করা গেছে। সমান অধিকারের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে এর বিশাল অবদান এবং সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বিশেষ করে অনুন্নত দেশ, গ্রামীণ এলাকা এবং সমাজের প্রান্তিক অংশে নারীদের প্রকৃত দুর্ভোগ সঠিকভাবে মোকাবিলা করা হয় না। এই বিষয়ে নজর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য এখনও নারীবাদী ভূগোলের চ্যালেঞ্জিং ক্ষেত্র হিসাবে থেকে গেছে।

Society Language and Culture

রেফারেন্স

ক) ভূগোল দর্শন, জ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায়

খ)ভূগোল চিন্তার বিকাশ, কুন্তলা লাহিড়ী-দত্ত

গ) ডেভেলপমেন্ট অফ জিওগ্রাফিক্যাল থট, রামকৃষ্ণ মাইতি ও মৌমিতা মৈত্র মাইতি